তারিখ ... 28 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...8... কলাম ...7...

সংবাদ

# শিক্ষা, স্বশিক্ষা ও সুশিক্ষাই দুর্নীতি প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে

## — দুদক চেয়ারম্যান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, শিক্ষা, স্বশিক্ষা ও সুশিক্ষাই দুর্নীতি প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, দুর্নীতি দুই ধরনের যথা-অভাবজনিত দুর্নীতি এবং লোভজনিত দুর্নীতি। বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অভাবজনিত দুর্নীতির কোন কারণ নেই। বর্তমানে যা চলছে তা লোভজনিত দুর্নীতি। এই লোভই আমাদের ধ্বংস করছে। এক্ষেত্রে কেবল শিক্ষাই পারে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। তাই কমিশন ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সততাসংঘ গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গতকাল সকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের 'খসড়া কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১'-এর ওপর কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

দুদক চেয়ারম্যান বরেণ্য শিক্ষাবিদগণের উদ্দেশে বলেন, আপনারা এগিয়ে আসলেই শিক্ষার্থীরা অতীতের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বাড়িতে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করবে। কমিশনের খসড়া কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, এ কৌশলপত্র অপরিবর্তনীয় কোন দলিল নয়। আপনাদের সকলের মতামতের ভিত্তিতে এটি সময় পরিবর্তন করা হবে। সাংবাদিকগণের প্রশ্নের জবাবে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, কষ্টার্জিত অর্থ কোন মানুষই জঙ্গিবাদ বা অন্য কোন কু-কর্মে ব্যয় করবে না। শুধু জঙ্গিবাদ নয় দুর্নীতির অর্থ যেখানেই যাবে সেখানেই আমরা বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্য থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, আইনগতভাবে দুদক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। দুদকের আর্থিক স্বাধীনতাও রয়েছে।

দুদক চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভায় কমিশনের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের কমিশনার এ এফ এম আমিনুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর রশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মহব্বত খান, ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ইশরাত শামীম, প্রফেসর সাদেকা হালিম, সিটি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এন.আর.এম বোরহান উদ্দীন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. গোলাম রহমান, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল-এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর নাজমুল আহ্সান কলিমউল্লাহ্, তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশিদা বেগম প্রমুখ। আলোচনা অনুষ্ঠান মডারেট করেন কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ।